ডায়াগনসিসে যক্ষা নেই, ক্লিনিক্যালি দিলেন যক্ষার চিকিৎসা !

মেহেরপুর বক্ষব্যাধি ক্লিনিকের কনসালটেন্ট ডা. মোহসীনা ফেরদৌসী মিষ্টির বিরুদ্ধে ভুল চিকিৎসা ও অসদাচারণের অভিযোগ তুলেছেন রোগীর অভিভাবক। তবে চিকিৎসকের দাবি তিনি ভুল চিকিৎসা করেননি।

জানা গেছে, মেহেরপুর হোটেল বাজার এলাকার মাহবুব ই রসুল মিন্টুর ১৩ বছর বয়সী ছেলে তৌসিফ আহমেদ রায়ান গত বছরের অক্টোবর মাসে বাম পায়ের উরুতে (এ্যাবসেস) একটি ফোঁড়ায় আক্রান্ত হয়। আক্রান্ত হলে তাকে রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের সার্জারী কনসালটেন্ট মো: শহিদুল ইসলামের কাছে চিকিৎসা করান। তিনি রায়ানের সার্জারি করেন এবং রাজশাহী আইসিডিডিআর’বি তে মাইকোব্যাকটেরিয়াম টিউবারকিউলোসিস কমপ্লেক্স (যক্ষা) পরীক্ষা করান। সেখানে জেন এক্সপার্ট আল্টা রেজাল্টে যক্ষ নেগেটিভ আসে এবং রিফ রেজিস্টেন্স ও এমটিবি বার্ডেন পজেটিভ আসে। তিনি মেহেরপুর বক্ষব্যাধি ক্লিনিক থেকে চিকিৎসার জন্য পরামর্শ দেন।

বক্ষব্যাধি ক্লিনিকের ভারপ্রাপ্ত কনসালটেন্ট ডা. মোহসীনা ফেরদৌসী মিষ্টি ক্লিনিক্যালি ডায়াগনসিসে যক্ষা সন্দেহে তাকে ৬ মাসের যক্ষা চিকিৎসা শুরু করেন। ৫ মাস ১০ দিন ওষুধ খাওয়ার পর পুনরায় রাজশাহীর চিকিৎসক শহিদুল ইসলামের কাছে ফলোআপ চিকিৎসা্ নিতে গেলে তিনি অভিভাবককে বলেন, তার যক্ষা ডিটেকটিভ হয়নি তবে কেন যক্ষা চিকিৎসা করানো হলো এবং চিকিৎসক ভুল চিকিৎসা দিয়েছেন।

এ ঘটনায় ক্ষুব্ধ হয়ে রোগীর অভিভাবক মিন্টু পুনরায় মেহেরপুর বক্ষব্যাধি ক্লিনিকে গেলে চিকিৎসক মোহসীনা ফেরদৌসী মিস্টি তার সাথে অসাদচারণ করেন এবং বলেন তার চিকিৎসা কোন ভুল নেই।

রোগীর বাবা মাহবুব ই রসুল মিন্টু অভিযোগ করে বলেন, ‘রাজশাহীর আইসিডিডিআর’বি থেকে চ্যালেঞ্জ করে বলেছেন যক্ষা হয়নি। মেহেরপুরে যক্ষা হাসপাতাল ভুল চিকিৎসা দিয়েছে। আমি এটার ডাক্তারকে বলতে গেলে তিনি খারাপ আচরণ করেন।’

অভিযুক্ত মেহেরপুর বক্ষব্যধি ক্লিনিকের ভারপ্রাপ্ত কনসালটেন্ট

মোহসীনা ফেরদৌসী মিস্টি বলেন, ‘অনেক সময় ডায়াগনসিসে যক্ষা ধরা পড়েনা। আমরা রোগীর ক্লিনিক্যাল টেস্ট করে যক্ষা সনাক্ত করি। যক্ষা পজেটিভ সন্দেহে তাকে আমরা যক্ষা চিকিৎসা্ দিয়েছি। এখানের চিকিৎসার কোন ভুল নেই। অভিবাবকের সাথে খারাপ আচরণের বিষয়ে তিনি বলেন, এ অভিযোগ সত্য নয়।’

এ বিষয়ে ব্র্যাক যক্ষা বিষয়ক প্রকল্পের কর্মকর্তা অচিন্ত্য কুমার দাস বলেন, ‘আমরা কোন চিকিৎসা দিই না । আমরা চিকিৎসা ঠিক মত পাচ্ছে কি না, রোগী কেমন আছে শুধুমাত্র এগুলো পযর্যবেক্ষণ করি।’

তবে এ ব্যাপারে মেহেরপুরের সিভিল সার্জন ডা. এ কে এম আবু সাঈদ বলেন, ‘অনেক সময় ডায়াগনসিসে যক্ষা ধরা পড়েনা। চিকিৎসক রোগী দেখে ক্লিনিক্যালি টেস্টের মাধ্যমে যক্ষার চিকিৎসা দিতে পারেন। এক্ষেত্রে হয়তো তাই হয়েছে। তবে অভিভাবকের চিন্তিত হওয়াটা স্বাভাবিক। তবে এতদিন উচ্চ মাত্রার ওষুধ সেবনে কোন ক্ষতি হতে পারে কি না প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, সব ওষুধের কমবেশি পার্শপ্রতিক্রিয়া আছে। তবে এতে জটিল কোন সমস্যা হওয়ার সম্ভাবনা কম।’

মেহেরপুর সরকারি কলেজে সম্প্রীতি অলিম্পিয়াড অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর সরকারি কলেজের শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্মেলন কক্ষে (টিএসসিআর) আজ বৃহস্পতিবার তরুণ প্রজন্মের মাঝে সহনশীলতা ও ভ্রাতৃত্ববোধ ছড়িয়ে দিতে সম্প্রীতি অলিম্পিয়াড অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মো. নাফিউল ইসলামের সঞ্চালনায় মেহেরপুর ওয়াইপিএজির আয়োজনে, এফসিডিওর অর্থায়নে এবং দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশের এমআইপিএস প্রকল্পের সহযোগিতায় এ আয়োজন সম্পন্ন হয়।

অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করেন সিয়াম, বাইবেল পাঠ করেন সুমী বিশ্বাস এবং গীতা পাঠ করেন সঞ্চিতা হালদার। এরপর

ওয়াইপিএজি সদস্যদের পরিচালনায় জাতীয় সংগীত পরিবেশন ও শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন মেহেরপুর সদর ওয়াইপিএজির কো-অর্ডিনেটর রাজিয়া সুলতানা।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. এ.কে.এম. নজরুল কবির। তিনি বলেন, “একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সম্প্রীতির সমাজ গঠনে শিক্ষার্থীদের ভূমিকা অপরিসীম। এ ধরনের আয়োজন তাদের মননশীলতা বিকাশে সহায়ক হবে।”

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক মো. খসরু ইসলাম, বাংলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মঈনুল ইসলাম, ইংরেজি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মো. হাসানুজ্জামান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক বশির আহমেদ এবং মুজিবনগর উপজেলা ওয়াইপিএজি এর কো-অর্ডিনেটর মো. রিয়াজ শেখ।
অ

লিম্পিয়াডের মূল আকর্ষণ ছিল সাধারণ শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে কুইজ প্রতিযোগিতা। প্রতিযোগিতা শেষে শিক্ষার্থীরা তাদের অনুভূতি প্রকাশ করেন। এ সময় শিক্ষার্থী জান্নাতুল ফেরদৌস শোভা ও বিধান শেখ বক্তব্য দেন।

অনুষ্ঠানে কুইজ প্রতিযোগিতার ফলাফল ঘোষণা, শপথ বাক্য পাঠ এবং বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন পিএফজি অ্যাম্বাসেডর ও মেহেরপুর জেলা জাতীয়তাবাদী মহিলা দলের সভাপতি সায়্যেদাতুন্নেছা নয়ন।

সমাপনী বক্তব্যে তিনি উগ্রবাদ ও অসহিষ্ণুতা পরিহার করে সম্প্রীতির বাংলাদেশ গড়ার আহ্বান জানান। পরে তিনি অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। শিক্ষার্থীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে অনুষ্ঠানটি উৎসবমুখর পরিবেশে সম্পন্ন হয়।

গাংনীতে বিএনপি নেতা মুকুলের ওপর সন্ত্রাসী হামলার প্রতিবাদে মানববন্ধন

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার সাহারবাটি গ্রামের বিএনপি নেতা মুকুলের ওপর সন্ত্রাসী হামলার প্রতিবাদ ও জড়িত সকল আসামিকে গ্রেফতারের দাবিতে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার বেলা ১১টার দিকে গাংনী হাসপাতাল বাজার সড়কের পাশে এ মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেন গাংনী উপজেলা মানবাধিকার কর্মীরা।

মানবাধিকার কর্মীদের সভাপতি ও সাবেক উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান জুলফিকার আলি ভুট্টোর নেতৃত্বে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। তিনি তার বক্তব্যে প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে অবিলম্বে মুকুলকে হত্যার উদ্দেশ্যে গুলিবর্ষণকারী ও তার সহযোগীদের গ্রেফতারের দাবি জানান।

মানবাধিকার সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার হোসেন তার বক্তব্যে বলেন, “মুকুলকে যেভাবে গুলি করা হয়েছে, আমরা যদি ঐক্যবদ্ধ হয়ে এর প্রতিবাদ না গড়ে তুলি, তাহলে একের পর এক নিরীহ মানুষের রক্ত ঝরতে থাকবে। সন্ত্রাসীরা দিন দিন মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে। তাই সবাইকে সোচ্চার হতে হবে।”

এ সময় উপস্থিত ছিলেন সাহারবাটি ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান আসমাতারা, মানবাধিকার কর্মীসহ সুশীল সমাজের ব্যক্তিবর্গ।

মেহেরপুরের আমঝুপিতে বিদ্যালয়ভিত্তিক বার্ষিক

পরিকল্পনা সভা

সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। এরই অংশ হিসেবে মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি ইউনিয়নের গন্ধরাজপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ভিত্তিক বার্ষিক পরিকল্পনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সকাল ১০টার দিকে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ কিতাব আলী। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ কমিটির আমঝুপি ইউনিয়নের সভাপতি অধ্যাপক সাইদুর রহমান।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবক মোঃ আক্তার হোসেন ও মোঃ শহীদুল্লাহ। এছাড়া ওয়াচ কমিটির সদস্যবৃন্দ ও বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকরা বক্তব্য রাখেন।

গণসাক্ষরতা অভিযানের সহায়তায় মানব উন্নয়ন কেন্দ্রে (মউক) সভার আয়োজন করে। সভায় এক বছরের স্কুলভিত্তিক বার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন বিষয়ে বিস্তারিত বক্তব্য উপস্থাপন করেন মানব উন্নয়ন কেন্দ্রের (মউক) প্রোগ্রাম ম্যানেজার মোছাঃ কাজল রেখা।

সভায় আগামী বছরের বিভিন্ন শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করা হয়। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন প্রোগ্রাম অফিসার চাঁদতারা সূয শরীফা পারভীন।

গাংনীতে নিহত শিশুর পরিবারকে উপজেলা প্রশাসনের আর্থিক

অনুদান প্রদান

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলায় মাথাভাঙ্গা নদীর পানিতে ডুবে আব্রাহাম
(২) নামের এক শিশুর মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকাল ১০টার দিকে নদীর পাড়ে খেলতে গিয়ে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত আব্রাহাম একই গ্রামের মালয়েশিয়া প্রবাসী আকাশ আলীর ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, নদীর ধারে বাড়ি হওয়ায় সকালে বাড়ির পাশে খেলাধুলার সময় অসাবধানতাবশত শিশুটি নদীতে পড়ে যায়।

কিছুক্ষণ পর এলাকাবাসী তাকে নদীর পানিতে ভাসমান অবস্থায় দেখতে পেয়ে পরিবারের সদস্যদের খবর দেন। পরে তাকে উদ্ধার করা হলেও ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।

এ ঘটনায় গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার আনোয়ার হোসেন সরকারের পক্ষ থেকে নিহত শিশুর পরিবারকে ১০ হাজার টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে। এ সময় গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) উত্তম কুমার দাস উপস্থিত ছিলেন।

মুজিবনগরে নবাগত জেলা প্রশাসকের সঙ্গে মতবিনিময় সভা

মুজিবনগর উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে নবাগত জেলা প্রশাসক ও বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট শিল্পী রানী রায়ের সঙ্গে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১১টায় উপজেলা পরিষদ হলরুমে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাইফুল হুদার সভাপতিত্বে সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক ও বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট শিল্পী রানী রায়।

মতবিনিময় সভায় উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ, বীর মুক্তিযোদ্ধাবৃন্দ, জুলাই যোদ্ধা, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ,

জনপ্রতিনিধি, সাংবাদিক, শিক্ষক-শিক্ষার্থী, ব্যবসায়ী, ধর্মীয় নেতা এবং সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

মতবিনিময় সভার শুরুতে পবিত্র কোরআন শরীফ থেকে পাঠ করেন উপজেলা পরিষদের ইমাম মতিয়ার রহমান, পবিত্র গীতা থেকে পাঠ করেন শ্যামল কুমার পাল এবং পবিত্র বাইবেল থেকে পাঠ করেন সিস্টার মালতি মালো।

ধর্মগ্রন্থ পাঠ শেষে নবাগত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট শিল্পী রানী রায়ের শিক্ষা ও কর্মজীবন এবং মুজিবনগর উপজেলার ওপর প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করেন উপজেলা কৃষি অফিসার আব্দুল মোমিন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে জেলা প্রশাসক শিল্পী রানী রায় বলেন, “আপনাদের কথা শুনেছি এবং নোট নিয়েছি। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, আমার সঙ্গে পরামর্শ করে উত্থাপিত সমস্যাগুলোর দ্রুত সমাধানের ব্যবস্থা নিতে।” তিনি আরও বলেন, “মেহেরপুর জেলাকে সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে আপনাদের সহযোগিতা প্রয়োজন। আপনারা আমার পাশে থাকবেন এই আশা রাখি।”

মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখেন মুজিবনগর থানা অফিসার ইনচার্জ (ওসি) জাহিদুর রহমান, উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমিরুল ইসলাম, উপজেলা জামায়াতের আমির খান জাহান আলী, জেলা বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশিদ, এনসিপি নেতা আরিফ খান, মুজিবনগর সরকারি ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ ইসমাইল হোসেন, মুজিবনগর প্রেসক্লাবের সভাপতি মুন্সী ওমর ফারুক প্রিন্স, বীর মুক্তিযোদ্ধা হাজী আহসান আলী খান, ভবেরপাড়া ক্যাথলিক চার্চের ফাদার রথুজন সরকার, মুজিবনগর পূজা উদযাপন কমিটির সভাপতি ধীরেন কুমার হালদার, উপজেলা ইমাম সমিতির সভাপতি তৌহিদ হোসেন এবং গোপালনগর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী মৌমিতা আহমেদ লাবিবা।

মেহেরপুরে গ্রাম আদালত

কার্যক্রমে জনসচেতনতা বাড়াতে সমন্বয় সভা

মেহেরপুরে বাংলাদেশ গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ (৩য় পর্যায়) প্রকল্পের আওতায় গ্রাম আদালত কার্যক্রম সম্পর্কে জনসচেতনতা তৈরিতে প্রচার-প্রচারণা জোরদারের লক্ষ্যে স্থানীয় অংশীজনদের সঙ্গে এক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সকালে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

স্থানীয় সরকার বিভাগের উপ-পরিচালক পার্থ প্রতিম শীলের সভাপতিত্বে সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক শিল্পী রানী রায়।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে জেলা প্রশাসক শিল্পী রানী রায় বলেন, গ্রাম আদালতকে আরও কার্যকর ও জনবান্ধব করতে হলে তৃণমূল পর্যায়ে সচেতনতা বৃদ্ধি অত্যন্ত জরুরি। তিনি বলেন, গ্রাম আদালত সহজ, দ্রুত ও স্বল্প খরচে বিচারপ্রাপ্তির একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম, যা সাধারণ মানুষের ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে বড় ভূমিকা রাখছে। এ কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করতে সংশ্লিষ্ট সকলকে সমন্বিতভাবে কাজ করার আহ্বান জানান তিনি।

সভায় আরও বক্তব্য রাখেন সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খায়রুল ইসলাম, জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা নাসিমা খাতুন, জেলা কর্মকর্তা আসাদুজ্জামান, উপজেলা সমন্বয়কারী আলমগীর কবির শাকিলুজ্জামান, প্রোগ্রাম এন্ড ফাইনান্স এডমিন সাহাজুল ইসলাম এবং পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতির নির্বাহী পরিচালক মোশাররফ হোসেন প্রমুখ।

সভায় গ্রাম আদালত কার্যক্রমকে আরও বিস্তৃত ও কার্যকর করতে বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয় এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

সিসিটিভিতে নকল দেখে পরিক্ষার্থী বহিষ্কার, ৩ শিক্ষককেও অব্যাহতি

মেহেরপুরের গাংনীর বেতবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে এসএসসি পরীক্ষায় নকলের অপরাধে এক ছাত্রীকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

একই সাথে দায়িত্বে অবহেলার দায়ে কক্ষ পরিদর্শক তিন শিক্ষককে পরীক্ষার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়েছে প্রশাসন।

আজ বৃহস্পতিবার ২৩ এপ্রিল দুপুরে বাংলা দ্বিতীয় পত্র পরীক্ষায় এই বহিষ্কারাদেশ দেন ওই কেন্দ্রের ম্যাজিস্ট্রেটের দায়িত্বপ্রাপ্ত মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের সরকারি কমিশনার ফারুকুল ইসলাম। অব্যাহতিপ্রাপ্ত শিক্ষকরা হলেন তেঁতুলবাড়িয়া ইসলামিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষক হাসান বসরী ও মিলন হোসেন এবং জোড়পুকুরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক শিলা নাসরিন।

জানা গেছে, পরীক্ষা কেন্দ্র সিসিটিভি ক্যামেরায় মনিটরিং করছিলেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট।

ওই ছাত্রীর কাগজপত্রের ফাইলের মধ্যে নকলের নমুনা পেয়ে ছুটে যান তিনি। ছাত্রীর কাছে নকল পেয়ে সাথে সাথেই বহিষ্কার করেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট।

বহিস্কার ও অব্যাহতির বিষয়টি নিশ্চিত করে গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার আনোয়ার হোসেন বলেন, নকলমুক্ত পরিবেশে পরীক্ষা গ্রহণ করতে কঠোর অবস্থানে রয়েছে প্রশাসন।

গাংনীতে মাথাভাঙ্গা নদী কেড়ে

নিল শিশুর প্রাণ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার চর গোয়াল গ্রামে মাথাভাঙ্গা নদীর পানিতে ডুবে আব্রাহাম (২) নামের এক শিশুর মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার সকাল ১০টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত আব্রাহাম একই গ্রামের মালয়েশিয়া প্রবাসী আকাশ আলীর ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, নদীর ধারে বাড়ি হওয়ায় সকালে বাড়ির পাশে খেলাধুলার সময় অসাবধানতাবশত শিশুটি নদীতে পড়ে যায়।

কিছুক্ষণ পর এলাকাবাসী তাকে নদীর পানিতে ভাসমান অবস্থায় দেখতে পেয়ে পরিবারের সদস্যদের খবর দেন। পরে তাকে উদ্ধার করা হলেও ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) উত্তম কুমার দাস জানান, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পাঠানো হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

সংবাদ পরিবেশনের ক্ষেত্রে সঠিক তথ্য ও পেশাগত দায়বদ্ধতা অপরিহার্য

বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের চেয়ারম্যান বিচারপতি এ কে এম আব্দুল হাকিম বলেছেন, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় দায়িত্বশীল ও বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতার যেমন কোনো বিকল্প নেই, তেমন একটি সংবাদ পরিবেশনের ক্ষেত্রে সঠিক তথ্য ও পেশাগত দায়বদ্ধতাও অপরিহার্য।

গতকাল বুধবার মেহেরপুর সার্কিট হাউসে অনুষ্ঠিত “গণমাধ্যমের অপসাংবাদিকতা রোধ এবং বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশন” বিষক দিনব্যাপী কর্মশালায় তিনি এ কথা বলেন।

তিনি বলেন, সারাদেশে সাংবাদিকদের ডাটাবেইসের কাজ চলছে। যাতে করে সাংবাদিকরা তাদের অধিকার পেতে পারে।

কর্মশালায় জেলার প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার অর্ধ শতাধিক সাংবাদিক অংশ নেন।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা তথ্য অফিসার আবদুল্লাহ আল মাসুদ। বক্তব্য দেন প্রেস কাউন্সিলের সচিব আব্দুস সবুর, মেহেরপুর পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায় ও মেহেরপুরের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তাজওয়ার আকরাম সাকাপি ইবনে সাজ্জাদ।

সাংবাদিকদের মধ্য থেকে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর প্রতিদিনের সম্পাদক ও কালের কণ্ঠ প্রতিনিধি ইয়াদুল মোমিন, স্টার টিভির ব্যুরো প্রধান রাশেদুজ্জামান, বাসস প্রতিনিধি দিলরুবা খাতুন, ইত্তেফাক প্রতিনিধি আমিরুল ইসলাম অল্ডাম, মাই টিভি প্রতিনিধি তৌহিদ উদ দৌলা রেজা, তোফায়েল হোসেন প্রমুখ।

অনুষ্ঠান শেষে বিচারপতি এ কে এম আব্দুল হাকিম কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের হাতে সার্টফিকেট তুলে দেন।